3 SCOB [2015] HCD 98

হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী বিবিধের অধিক্ষেত্র)

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ২০৮৫৯/২০১০

মোঃ জুয়েল শিকদার
----দন্ডিত -দরখাস্তকারী।
বনাম
রাষ্ট্র
---- অপরপক্ষে।

দরখাস্তকারী পক্ষে কেহ হাজির নাই ।
জনাবা শাকিলা রওশন ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
----- অপরপক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ২৬ মে ২০১১ইংরেজি

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব এ,কে,এম ফজলুর রহমান
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী দন্ডিত আদেশ বাতিলের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ই বিবেচনায় প্রাধান্য পাইবে, যথা; "আইনগত সাক্ষ্য প্রমানের অভাব" এবং "আদালত গঠনে ত্রুটি" (Quoram-non-judice) এবং "আইনের অপব্যবহার যাহার ফলে ন্যায় বিচার ব্যাহত।"
...(প্যারা ৩১)

রায়

<u>বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ</u>

১. ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে সাজা বাতিলের প্রার্থনায় একখানা দরখাস্ত। ৪নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, বরিশাল কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৯৪/২০০৮ যাহার জি,আর মামলা নং-৬১৬/২০০৮, যাহা বরিশাল কোতয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৪১ তারিখ ১৬.০৯.২০০৮ ইং হইতে উদ্ভূত, উক্ত মামলায় বিগত ২৬.১১.২০০৯ ইং তারিখে প্রদত্ত রায়ে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড সহ ১০০০/-টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ড রায়ের আদেশের বিরুদ্ধে দন্ডপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে অত্র বিবিধ মামলা দাখিল করেন। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আদালতের বিজ্ঞ একটি দ্বৈত বেঞ্চ কেন উল্লেখিত সাজার রায় বাতিল করা হইবে না তৎমর্মে অপরপক্ষের প্রতি কারণ দর্শানোসহ রুল জারী এবং রুল ইস্যুকালীন সময় ২১.০৭.২০১০ ইং তারিখে দন্ডপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারীকে রুলটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনে মুক্ত থাকার আদেশ প্রদান করেন।

২. রুলটি নিস্পত্তির স্বার্থে রাস্ট্র পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, গোয়েন্দা শাখার এস,আই মোঃ জাহিদ হোসেন আসামী-দরখাস্তকারীকে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার পূর্বক ১৬.০৯.২০০৮ ইং সকাল ৯.৩০ মিনিট কোতয়ালী মডেল থানা, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার দাখিল করেন যে, গোয়েন্দা শাখার এমসিসি ৫৭৮, তারিখ ১৫/০৯/২০০৮ খ্রিঃ এবং জিডি নং-১৩৩, তারিখ ১৫/০৯/২০০৮ খ্রিঃ মোতাবেক সঙ্গীয় কং/৮৩৮ মোঃ হোসেন, কং/৮০৫ আনোয়ার হোসেন ও কং/৬৮৪ আরিফ হোসেকে নিয়া উল্লেখিত এমসিসি মোতাবেক বরিশাল মহানগর এলাকায় সঙ্গীয় ফোর্স সহ মাদক দ্রব্য উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণ অভিযান কালে অদ্য ১৬-০৯-২০০৮ ইং তারিখে ভোর ৫.০০ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানিতে পারে যে, আসামী তাহার রিক্সা যোগে ফেন্সিডিল লইয়া কাকাসুরা সড়ক দিয়া কাউনিয়ার দিকে আসিতেছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া সঙ্গীয়

ফোর্সসহ পুরানপাড়া ওয়ারিদ টাওয়ারের সামনে টেক্সটাইলের পিছনে কাকাসুরা সড়কে অবস্থান করাকালীন ভোর অনুমান ৫.৩০ সময় দরখাস্তকারী রিক্সা চালাইয়া আসিতে থাকাকালে তাহা থামানোর জন্য বলিবার সাথে সাথে দরখাস্তকারী পালানোর চেস্টা করিলে তাহাকে ধৃত করে এবং জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় যে তাহার রিক্সার গদির নিচে অবৈধ ফেন্সিডিল আছে, তখন দরখাস্তকারী তাহার সনাক্ত মতে ও নিজ হাতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে রিক্সার গদির নিচ হইতে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল বাহির করিয়া দেয়। উক্ত ৫০ বোতল ফেন্সিডিল ও রিক্সা ভ্যানটি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করে এবং জব্দতালিকায় স্বাক্ষর নেয়। ফেন্সিডিল এর গায়ে লেবেল যুক্ত ইংরেজিতে PHENSEDYL COUGHLWCTUSC এবং NICHOLAS PIRAMAL INDIA LIMITED 100 ML লেখা আছে। দরখাস্তকারী চোরাইপথে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেন্সিডিল আনিয়া নিজ হেফাজতে রাখিয়া বরিশাল শহরে বিক্রয় করিয়া যুব সমাজকে ধংস করিয়া আসিতেছে।

৩. অতঃপর উক্ত এজাহার এর ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি ধারায় বরিশাল কোতয়ালী মডেল থানায় মামলা নং ৪১ তারিখ ১৬.০৯.২০০৮ উদ্ভব হয়; যাহার জি,আর নম্বর-৬১৬/২০০৮। অতঃপর পুলিশ এর গোয়েন্দা শাখার এস,আই সৈয়দ আঃ মান্নান যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে ১০-১০-২০০৮ ইং তারিখে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন যাহার নং-৪২৪। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলাটি আমলে নেন এবং মামলাটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৯৪/০৮ হিসাবে নিবন্ধন হয়। তৎপর বরিশাল ৪ নং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য বদলী হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন, যাহা দরখাস্তকারীকে পড়িয়া শুনানো হইলে তিনি নিজকে নির্দোষ দাবী করিয়া ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করেন।

৪. বিচারকালে অভিযোগ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্র পক্ষে ৮জন সাক্ষীর মধ্যে ৬জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে ৪নং সাক্ষীকে টেন্ডার ঘোষণা করা হয়।

৫. রাষ্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষীঃ মোঃ জাহিদ হোসেন, এস,আই, এজাহারকারী সাক্ষী। তিনি জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৬.০৯.২০০৮ ইং তারিখ ভোর ৫.০০ টার সময় সঙ্গীয় ফোর্সসহ ডিউটিতে থাকাকালে পুরানপাড়া ওয়ারিদ টাওয়ারের সামনে ঘটনা ঘটে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানিতে পারে দরখাস্তকারী আসামী জুয়েল বিক্সাযোগে ফেন্সিডিল নিয়া যাইতেছে। তখন সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে হাজির হইলে আসামী জুয়েল পালানোর চেষ্টাকালে ধৃত হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় রিক্সার গদির নিচে ফেন্সিডিল আছে। সে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল বাহির করিয়া দেন। অতপর জব্দতালিকা প্রস্তুত করিয়া জব্দতালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেন। এজাহার ও জব্দতালিকা প্রদর্শনী হিসাবে ট্রাইব্যুনালে চিহ্নিত মূলে দাখিল হয়। তিনি জেরাকালে রিক্সায় আরো যাত্রী ছিল তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন, দরখাস্তকারী মালের মালিক নহে সাক্ষীদের সামনে কোন মাল উদ্ধার হয় নাই এই সাজেশন অস্বীকার বলেন।

৬. রাষ্ট্র পক্ষের ২নং সাক্ষীঃ মোঃ হোসেন কং নং-৮৩৮, এস,বি বরিশাল। তিনি তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন ১৫.০৯.২০০৮ ইং তারিখ এজাহারকারী ১নং সাক্ষী এস,আই জাহিদ হোসেন এর সঙ্গে ডিউটিতে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া পুরানপাড়া ওয়ারিদ টাওয়ারের সামনে অবস্থান নেয়। ১৬.০৯.২০০৮ ইং তারিখ ভোর ৫.০০ টায় একটি রিক্সার গতিরোধকালে রিক্সাচালক পালানোর চেষ্টা করিলে তাহাকে আটক করে। সে ৫০ বোতল ফিন্সিডিল বের করিয়া দেয়। সেখানে জব্দতালিকা তৈয়ার করিয়া সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেন। আসামী জুয়েল সিকদারকে ডকে সনাক্ত করেন। আসামী জুয়েল ধৃতকালে রিক্সার আরো যাত্রী ছিল, বিশেষ কারণে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই সাক্ষী আসামী পক্ষের এই সাজেশন অস্বীকার করেন।

৭. রাষ্ট্র পক্ষের ৩নং সাক্ষীঃ আনোয়ার হোসেন, কং নং-৮০৫ ডিবি, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ১৫.০৯.২০০৮ ইং তারিখে এজাহারকারী ১ং সাক্ষী এস,আই জাহিদ এর সঙ্গে ডিউটিতে ছিলেন। গোপন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬.০৯.২০০৮ ইং তারিখ ভোর ৫.০০ মিনিটের সময় ওয়ারিদ টাওয়ারের কাছে যায় এবং একটি রিক্সার গতি রোধ করিয়া রিক্সাওয়ালাকে গ্রেফতার করে। রিক্সাওয়ালা ৫০ বোতল ফেন্সিডিল তার রিক্সার গদির নিচ

হইতে বাহির করিয়া দেয়। ফেন্সিডিল জব্দ করে, জব্দতালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেয়। আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন। রিক্সায় আরো আরোহী ছিল তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে আসামী পক্ষের এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

৮. রাষ্ট্র পক্ষের ৪নং সাক্ষীঃ কং নং-৬৮৪ আরিফুর রহমানকে টেন্ডার ঘোষণা করা হয় এবং আসামী পক্ষ হইতে তাহাকে ডিকলাইন ঘোষণা করা হয় তথা জেরা করা হয় নাই।

৯. রাষ্ট্র পক্ষের ৫নং সাক্ষীঃ হেমায়েত হোসেন, জব্দতালিকার সাক্ষী এবং স্থানীয় ব্যক্তি। তাহার জবানবন্দীকালে তিনি বলেন যে, তিনি ব্যবসা করেন। ১৬.০৯.২০০৮ ইং তারিখে ভোর ৫.৩০ টার সময় আসামীর নিকট হইতে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করিতে দেখেন। পুলিশ জব্দতালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার সই নেয়। তাহার সঙ্গে খলিলও সই করে। আসামী জুয়েলকে ডকে সনাক্ত করে। আসামী জুয়েল রিক্সাচালক সেহেতু তাহার রিক্সায় আরো যাত্রী ছিল কিনা তাহা তিনি দেখেন নাই, জেরায় তিনি তাহাই বলেন, তবে তিনি বলেন যে, উদ্ধারকৃত মালামাল তাহাকে দেখাইয়াছিল এবং জব্দতালিকা সই করার আগে তাহাকে পাঠ করিয়া শুনানো হইয়াছিল।

১০. রাষ্ট্র পক্ষের ৬নং সাক্ষীঃ এস,আই, সৈয়দ আঃ মান্নান, তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তাহার জবানবন্দীকালে বলেন যে, তিনি মামলার ঘটনার সময় বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলেন। ১নং সাক্ষী জাহিদ হোসেন এজাহারকারী। আই,ও হিসাবে তিনি ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, ম্যাপ ও সূচীপত্র তৈয়ার করেন; ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। আসামীকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসা করেন। আসামী ঘটনা স্বীকার করে। তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে ১০.১০.২০০৮ ইং তারিখে ৪২৪ নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন। জেরাকালে বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় আসামীর জবানবন্দী রেকর্ড করে নাই। আসামী শুধুমাত্র রিক্সাচালক, অপর দুইজন পালাইয়া গেছে আসামীর নিকট হইতে কোন ফেন্সিডিল পাওয়া যায় নাই আসামী পক্ষের এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১১. সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপ্তের পরে দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। তখন ও দরখাস্তকারী নিজকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলিয়া জানায়। সাক্ষীদের জবানবন্দী, উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক সমাপ্তের পর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিগত ২৬-১১-২০০৯ তারিখ আসামী-দরখাস্তকারীকে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড সহ ১০০০/-টাকা জরিমানা অনাদায় আরো ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

১২. যেহেতু ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩০ ধারার বিধান অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অত্র আইনের আওতায় প্রদত্ত কোন ট্রাইব্যুনালের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করা হইলে ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধান অনুযায়ী সময় বর্ধিত করার কোন সুযোগ না থাকায় দন্ডিত-দরখাস্তকারী উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উল্লেখিত সাজার রায় বাতিলের প্রার্থনায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় অত্র বিবিধ মামলা দাখিল করেন এবং যাহার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র রুল ইস্যু হয় এবং রুল ইস্যুকালীন সময় তথা ২১.০৭.২০১০ ইং তারিখে রুল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দরখাস্তকারীকে অপ্রত্যাশিতভাবে জামিনে মুক্ত থাকার আদেশ প্রচার হয়।

১৩. শুনানীকালে রুলটি উপস্থাপন করার/রুলটির স্বপক্ষে বক্তব্য প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন বিজ্ঞ আইনজীবী কিংবা দরখাস্তকারী নিজে আদালতে হাজির হন নাই। দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে তর্কিত রায় তথা সাজা বাতিলের হেতুবাদ হিসাবে যে সব হেতুবাদ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূলত, প্রথমতঃ মামলাটি সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence)। দ্বিতীয়তঃ ৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৬ জন সাক্ষী পরীক্ষা করা হইয়াছে যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ১১৪ জি ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারী অনুমানের সুফল পাইতে হকদার। তৃতীয়তঃ সকলেই পক্ষপাতমূলক সাক্ষী। চতুর্থতঃ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সম্পূর্ণ সাক্ষ্যাদি, নথিপত্র অনুধাবন, হৃদয়ঙ্গম এবং মূল্যায়ন করিয়া উহা বিচার বিশ্লেষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বিধায় ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে

সেহেতু তর্কিত সাজার রায় বাতিল হইবে। পঞ্চমতঃ রাস্ট্র পক্ষ যুক্তিসংগত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীত ভাবে মামলাটি প্রমান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

১৪. অপর দিকে অপরপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণী জেনারেল হাজির হইয়া শুনানীকালে রুলটির চরম বিরোধিতা করেন। তিনি নিবেদন করেন যে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ২৫বি (২) ধারায় সাজার বিরুদ্ধে একই আইনের ৩০ ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারীর আপীল করার সুযোগ ছিল, কেন দরখাস্তকারী সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় এই বিবিধ মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহার কোন ব্যাখ্যা তিনি তাহার দরখাস্তে দেন নাই। তাহা ছাড়া তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী সাজা বাতিল করার মত কোন অনিয়ম বা অসংগতি অত্র মামলা নাই। সকল সাক্ষীগণ তাহাদের জবানবন্দীতে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেন্সিডিল দন্ডিত-দরখাস্তকারীর দেখানো মতে তাহার নিজ হাতে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন নিজ রিক্সার গদির নিচ হইতে ভোর ৫.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দিয়াছেন, তাহা সকল সাক্ষীগণ তাহাদের জবানবন্দীতে বলিয়াছেন ও পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করিয়াছেন এবং ঘটনার সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সুব্যাখ্যাত, সুবিন্যস্ত বিচার বিশ্লেষণ, সাক্ষ্যাদি মূল্যায়ন ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে তাহার এই রায় প্রদান করিয়াছেন, যাহা সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence) বলিয়া অযৌক্তিক কারণে তথা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় বাতিল হওয়ার অবকাশ নাই বিধায় রুলটি খারিজ হইবে এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল থাকার নিবেদন করেন।

১৫. অত্র মামলায় দরখাস্তকারী বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ ভারতীয় তৈয়ারী ৫০ বোতল ফেন্সিডিল একান্ত নিজ দখলে রাখার অপরাধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারার বিধান অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কারাদন্ডাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্র আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ এর আওতায় বাতিলের প্রার্থনা করিয়াছেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী আদালত কেবল মাত্র তখনই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রদত্ত সাজা বাতিল করিতে পারেন যখন দেখেন যে, উক্ত সাজা আদালতের এখতিয়ারবিহীন অথবা কথিত ঘটনায় আসামী কর্তৃক কোন অপরাধ সংগঠিত হয় নাই; অথবা কোন আইনগত সাক্ষ্য প্রমাণাদি ছাড়া সাজা দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 46 DLR (AD)67, Sher Ali-vs, state মোকদ্দমার নজীর প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "This power may be exercised to quash a proceeding or even a conviction on conclusion of a trial, if the court concerned got no jurisdiction to hold the said trial, or the facts alleged against the accused do not constitute any criminal offence or the conviction has been based on 'no evidence' or otherwise to secure ends of Justice."

১৬. ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ এর বিধান অনুযায়ী অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সাজা বাতিলের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হইবে, তাহা হইল যদি বিচারিক আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনাল এর গঠনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি তথা Quorum-non-judice এর অভিযোগ থাকে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 8 BLC (AD)176, Khoka Mollah vs-State মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "That if the conviction is based on no evidence, or if the trial court has no jurisdiction, which can be called corum-non-judice, the conviction is liable to be quashed in exercising the inherent power of this court under section 561A of the code of Criminal Procedure."

১৭. অত্র মামলায় দরখাস্তকারী বিচার কার্য সমাপ্তের পর প্রাপ্ত সাজা বাতিলের জন্য সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence) হেতুবাদে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রার্থনা। দরখাস্তকারী যদি অপরাধ সংগঠন করিয়া থাকে এবং তদানুযায়ী বিচারিক আদালত যদি সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া অপরাধীকে সাজা প্রদান করিয়া

থাকে তাহা হইলে নতুন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ বা সাক্ষ্যাদি সত্য কি অসত্য তাহা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সাজা বাতিলের সুযোগ এই ধারায় হাইকোর্টকে প্রদান করা হয় নাই। কেবলমাত্র বিচারিক আদালতেরই সেই ক্ষমতা আছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 28 DLR(AD)38, Abdul Quader Chowdhury vs State মামলার নজীর প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "In exercising the jurisdiction under section 561A of the Code of Criminal Procedure the High Court would not embark upon an enquiry as to whether the evidence in question is reliable or not. That is the function of the trial Magistrate, and ordinarily it would not be open to any party to invoke the High Court's inherent jurisdiction and contend that on a reasonable appreciation of the evidence the accusation made against the accused would not be sustained."

১৮. আমরা সর্ব প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিব দরখাস্তকারীর দাবী মোতাবেক ইহা সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence) কিনা?

১৯. রাষ্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহারকারী, তিনি বলেন জব্দকৃত ফেন্সিডিল দরখাস্তকারীর রিক্সার গদির নিচ হইতে দরখাস্তকারী নিজ হাতে বাহির করিয়া দেন; তিনি তাহার চাক্ষুষ সাক্ষী। তিনি এজাহার, এজাহারে তাহার স্বাক্ষর, জব্দতালিকা এবং ৫০ বোতল ফেন্সিডিল, প্রদর্শনী ও বস্তু প্রদর্শনী হিসাবে আদালতে চিহ্নিত করেন। ১নং সাক্ষীকে সমর্থন করিয়া ২,৩,৫ নং সাক্ষীগণ ও একই ভাবে সাক্ষ্য দেন যে, উদ্ধারকৃত, নিষিদ্ধ ভারতীয় ৫০ বোতল ফেন্সিডিল দরখাস্তকারীর দেখানো মতে ঘটনার স্থান ও সময়ে তাহার নিজ রিক্সার গদির (সিটের) নিচ হইতে নিজ হাতে বাহির করিয়া দেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। ৫নং সাক্ষী একজন জব্দতালিকার সাক্ষী এবং স্থানীয় ব্যক্তি, তাহার বাসার সামনেই ঘটনাস্থল তিনিও চাক্ষুষ সাক্ষী। তিনি ১,২,৩ নং সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন। ৪নং সাক্ষীকে টেন্ডার ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহার অর্থ হইতেছে পূর্ববর্তী সাক্ষী যে জবানবন্দী প্রদান করিয়াছে তাহাই পরবর্তী সাক্ষীর জবানবন্দী তথা ৪নং সাক্ষীর জবানবন্দী এবং দরখাস্তকারী পক্ষ উক্ত টেন্ডারকৃত সাক্ষীকে জেরা না করিয়া ডিক্লাইন্ড ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে প্রমানিত হয় যে, ৪নং সাক্ষী ৩নং সাক্ষীর জবানবন্দীর অনুরুপ জবানবন্দী প্রদান করিয়াছেন বিধায় ১,২,৩,৪ ও ৫নং সাক্ষী পরস্পর-পরস্পরকে সমর্থন করিয়া জবানবন্দী প্রদান করিয়াছেন। অভিযোগ পত্রে সংযুক্তিয় ৭নং সাক্ষী ফরমাল সাক্ষী যিনি সাক্ষ্য দিতে হাজির হন নাই, তিনি শুধুমাত্র প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফ,আই,আর) ফরম পূরণ করিয়াছেন মাত্র। তাহার সাক্ষ্য মূল্যায়ন বিবেচ্য বিষয় নহে। ৮নং সাক্ষী মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, যিনি বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ এর গোয়োন্দে শাখার একজন এস,আই, তিনি তাহার জবানবন্দতিতে বলেন যে, ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া, ম্যাপ ও সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া, বিস্তারিত তদন্ত করিয়া ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত পাইয়া অভিযোগপত্র দাখিল করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ পত্র, অভিযোগ পত্রে তাহার স্বাক্ষর, ম্যাপ, সূচীপত্র ট্রাইব্যুনালে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন।

২০. কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যে ঘটনার স্থান, সময় ও জব্দকৃত ৫০ বোতল ফেন্সিডিল এর বিষয়ে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুত ঘটে নাই, যাহা সাজাপ্রাপ্ত দরখাস্তকারীর একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিস্ট সাক্ষ্য প্রমান হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যাহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আইনগত সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে সাজা প্রদান করিয়াছেন বিধায় দরখাস্তকারীর এই হেতুবাদ অযৌক্তিক। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি বিচার বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, অত্র মামলাটি/রায়টি কোন অবস্থায় সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence) বলা যায় না।

২১. দরখাস্তকারীর "দ্বিতীয়" হেতুবাদ হচ্ছে সকল সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই, বিধায় ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১১৪জি ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারী সুফল পাইতে হকদার এবং

তৃতীয়তঃ সকল সাক্ষীই পক্ষপাতমূলক সাক্ষী। বিষয় দুই আমরা একসঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করিব। সাক্ষ্য আইনের ১১৪জি ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে-যদি কোন পক্ষে সাক্ষ্য উত্থাপন করিতে পারিতেন কিন্তু উত্থাপন করেন নাই, তাহা হইলে স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে যদি উক্ত সাক্ষী উত্থাপিত হইত তবে উহা তাহার বিপক্ষে যাইত। ফৌজদারী মামলার সাক্ষী উত্থাপনের ব্যর্থতার ফলে এই অনুমান করা হয় যে, উক্ত সাক্ষ্য উত্থাপিত হইলে যে পক্ষ সাক্ষ্য উত্থাপনের বিরত ছিলেন তাহার বিপক্ষে উহা কাজ করিত। অর্থাৎ এই মামলায় যেহেতু ৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৬ জন সাক্ষী উত্থাপন/পরীক্ষা করা হইয়াছে, বাকী ২ জন যদি উত্থাপন/পরীক্ষা করা হইত তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রের বিপক্ষে যাইত এবং এই সুবিধা দরখাস্তকারী পাইতেন এবং দরখাস্তকারী অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইতেন। তবে উল্লেখ্য যে, অভিযোগ পত্রে উল্লিখিত ২জন অনুপস্থিত সাক্ষীর ১ জন তথা ৭নং সাক্ষী প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফ,আই,আর) ফরম পূরণকারী, যিনি একজন ফরমাল সাক্ষী মাত্র। তাহার সাক্ষ্যের মূল্যায়ন মামলার কোন বিরুপ প্রভাব ফেলিত বলিয়া বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। মামলার/ঘটনার সত্যতা প্রমানের জন্য সকল সাক্ষীকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে তাহার বাধ্যবাধকতা নাই; সকল সাক্ষীকে উত্থাপনের অভাবে আসামী অব্যাহতি পাইবে তাহাও সঠিক নহে। এক্ষেত্রে 4 BLC 275 মামলার নজির উল্লেখযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Out of fifty-six charge sheet witnesses thirty-four witnesses had been examined in the instant case. Mere lact that prosecution failed to examine other witnesses cannot be a manifestation that such witnesses were unwilling to support prosecution case. Non production of such witnesses at the trial did not at all destroy the evidence produced and adduced by other witnesses. Condemned prisoners and appellants cannot get any benefit of section 114(g) of the Evidence Act. Moreover, now-a-days citizens of the land who are cited witnesses do not dare to stand in witness box to give testimony against the offenders and dot not want to invite enmity for fear of their lives and they also incur apprehension that they might even be snubbed out of the world."

২২. দরখাস্তকারী পক্ষের সাজা বাতিলের অন্য আর্জি, সকল সাক্ষীই পক্ষপাতমূলক সাক্ষী সেহেতু ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে। প্রতীয়মান যে, রাষ্ট্র পক্ষের ৫নং সাক্ষী জব্দতালিকার একজন সাক্ষী এবং তাহার ঠিকানা ঘটনা স্থানের পার্শ্বে। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে মামলার ঘটনা সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমর্থন করিয়াছেন; তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তাঁহার সঙ্গে প্রতিবেশী কিংবা স্থানীয় লোক হিসাবে দরখাস্তকারীর কোন শত্রুতা ছিল এমন কোন সাক্ষ্য প্রমান জবানবন্দীতে আসে নাই। তিনি তাহার সাক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঘটনার দিন ভোর ৫.৩০ মিনিটের সময় দরখাস্তকারী আসামীর রিক্সার সিটের নিচ হইতে আসামী নিজ হাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ভারতীয় ৫০ বোতল ফেন্সিডিল বাহির করিয়া দেয়, যাহা তিনি দেখেন এবং তাহার সামনে জব্দতালিকা তৈয়ার হয়, তাহাকে পড়িয়া শুনানো হইলে, তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন এবং জব্দতালিকায় সেই স্বাক্ষর তিনি ট্রাইব্যুনালে সনাক্ত করেন, যাহা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্য কোন সাক্ষী না থাকিলেও এই একমাত্র নিরপেক্ষ জব্দতালিকার সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হইয়াছে মর্মে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করিলে আইনের কোন বরখেলাপ হইত না বা ন্যায় বিচার এর নীতি লঙ্ঘন হইত না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

২৩. ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারায় মামলা/ঘটনা প্রমাণের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী পরীক্ষা করার কথা উল্লেখ নাই। যে কোন সংখ্যক সাক্ষী এমনকি ১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ও ঘটনার সত্যতা প্রমান পাওয়া সম্ভব। উচ্চতর আদালতে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি নজির রহিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের Eusuf Sk. VS-Appellate Tribunal, 29 DLR S.C. 211, মামলার নজীর প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The Evidence Act provides that no particular number of witnesses should in any case be required for the proof of any fact if the consensus of judicial opinion is that believed, conviction can be

based on the solitary evidence of a witness, of course if the veracity of the witness is not tainted in any manner. High court declined to interfere where the special Tribunal as well as the Appellate Tribunal felt satisfied and relied upon one witness to pass sentence of conviction."

২৪. পক্ষপাতমূলক সাক্ষী হইলেও তাহাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে সাজা দেওয়া বা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই। এ বিষয়ে 51 DLR 82 এর মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত দেখা যাইতে পারে। তবে পক্ষপাতমূলক/Interested সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়ন এর বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 49 DLR (AD) 154, মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"A witness for the prosecution does not become partisan per se nor an eye witness can be disregarded merely because he has come to support the prosecution party. It was necessary to consider the whole evidence and them to assess the worth of the witnesses as a whole".

২৫. দরখাস্তকারীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হেতুবাদ ও উপরোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে বিবেচনার যোগ্য নয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

২৬. দন্ডিত-দরখাস্তকারী তর্কিত রায়টি যেহেতু বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারা মতে সেহেতু একই আইন ৩০ ধারা বিধান অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীর আপীল করার সুর্নিদ্দষ্ট ও সুস্পস্ট বিধান থাকা সত্বেও দরখাস্তকারী সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া শুধুমাত্র বিলম্বের কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় অত্র আদালতের অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রত্যাশায় এই বিবিধ মামলা দায়ের করিয়াছেন অথচ বিলম্বের যে বিশেষ কোন কারণ বা বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটনা ছিল সেই ধরণের কোন ব্যাখ্যা দরখাস্তে উল্লেখ নাই। কিন্তু অত্র ধারায় সচারাচার ব্যতিক্রমধর্মী মামলা না হওয়ায় বিলম্বের কারণে বিবেচনামূলক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা ন্যায় বিচার করিবার জন্য তর্কিত রায় বাতিলের কারণ হইতে পারে না। এই ক্ষেএে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 57 DLR (AD) 102 এর নজির প্রণিধানযোগ্য; সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"In the background of the facts this is not a case of exceptional nature calling for quashing on the ground at delay or for exercise of discretion or of doing complete Justice."

২৭. বিলম্বের হেতুবাদে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বাতিল সাধারণ কারণ বলিয়া ধরা হইলে এদেশের ফৌজদারী প্রশাসনে তথা ফৌজদারী আদালত/ট্রাইব্যুনালে বিচার ব্যবস্হার সমস্ত ধারণার উপর বিরুপ প্রভাব সৃস্টিসহ সার্বিক পরিবেশ পরিস্হিতি অরাজকতার দিকে ধাবিত হইবে। তাই যেই ক্ষেত্রে আইন সভা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে জনস্বার্থে বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে বিশেষত্বই সর্বাগ্রে প্রধান্য পাওয়া উচিৎ, অন্যথায় আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 56DLR (AD) 120 এর নজির প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"Once quashing of proceedings of criminal case on the ground of delay is made general that shall destroy the concept of administration of criminal Justice and finally lead to anarchy."

২৮. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাহার রায়টি যে আংগিকে এবং বৃহত্তর সুবিন্যস্ত পরিসরে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রদান করিয়াছেন তাহা সত্যই অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ উৎকৃষ্ট রায়, আদালতের ভাষায় "Rich Judgment" যাহা কোন অবস্হাই দরখাস্তকারী বক্তব্য মতে সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence) এর ফলোদয় বলার কোন অবকাশ নাই। বিশেষ

ট্রাইব্যুনাল যেখানে তাঁহার রায়, এজাহার, জব্দতালিকা, অভিযোগপত্র, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য/যুক্তিতর্ক বিস্তারিত ও ক্রম বিন্যাসে সুবিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন আংগিকে প্রদান করিয়াছেন তাহাকে সাক্ষ্যবিহীন রায় বলা আইনের প্রতি অশ্রদ্ধারই বহিঃপ্রকাশ।

২৯. যেহেতু ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে সাজা বাতিলের আবেদন সেহেতু আপীল মামলা শুনানীর আঙ্গিকে সার্বিক বিষয়াদি তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ না থাকায় আমরা বিস্তারিত ব্যাখায় যাইতে বাধাগ্রস্ত এই ক্ষেত্রে 46 DLR (AD),67 মোকদ্দমায় গৃহিত সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> "The inherent power may be invoked independent of powers conferred by any other provisions of the Code. This power is neither appellate power, nor revisional power nor power of review and it is to be invoked for the limited purposes."

৩০. এই বিষয় আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 31 DLR (AD),69, Bangladesh–vs-Tan kheng Hock মামলার সিদ্ধান্তে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, যাহার অংশ বিশেষ অত্র মামলার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত, তাহা উল্লেখ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;

> "Section 561A does not confer a new power upon the High Court. All that this section does is that it declares that such inherent powers as the High Court may possess have not been taken away or abridged by any of the provisions of the Code of Criminal Procedure. The High Court is not given nor did it ever possess, unrestricted and undefined power to make any order, it might be pleased to consider, was in the interest of Justice. Its inherent powers are much controlled by principle and precedents as are its expressed powers conferred under the statute. The High Court can not exercise its inherent power unless it is absolutely necessary for carrying out the other provisions of the Code or for doing Justice, that is, to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of Justice. "

৩১. যদিও উপরোক্ত আলোচনা, উল্লেখিত নজীরগুলির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী দন্ডিত আদেশ বাতিলের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ই বিবেচনায় প্রাধান্য পাইবে, যথা; "আইনগত সাক্ষ্য প্রমানের অভাব" এবং "আদালত গঠনে ত্রুটি" (Quoram-non-judice) এবং "আইনের অপব্যবহার যাহার ফলে ন্যায় বিচার ব্যাহত।" আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় ও উল্লেখিত সিদ্ধান্তে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, অত্র মোকাদ্দমায় তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই।

৩২. উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতের দিক নির্দেশনা সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও আমরা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার অর্পিত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো একটু বেশী অগ্রসর হইয়া অত্র মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কেননা অত্র রুল শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে রুলটি সমর্থন করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করার কেহ ছিলেন না। সেই জন্য যাহাতে আবারও ন্যায় বিচার ব্যাহত হওয়ার অজুহাত উত্থাপিত না হয় তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থেই ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার দরখাস্তে দরখাস্তকারীর দন্ড/সাজা বাতিলের যে সকল হেতুবাদ দরখাস্তে উল্লেখ আছে তাহার সকলগুলি আমরা ধারাবাহিকভাবে মোটামুটি বিচার বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা

করিয়াছি এবং সে ক্ষেত্রেও দরখাস্তকারী চতুর্থ ও পঞ্চম হেতুবাদ এরও কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাই নাই।

৩৩. তবে, সার্বিক বিবেচনায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এর রায়ে কোন ত্রুটি বিচ্যুত কিংবা দরখাস্তকারীর ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধানের আওতায় ইতিপূর্বে উল্লিখিত সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে কোন সুযোগ পাওয়ার অবকাশ আছে বলিয়া এই আদালত মনে করে না। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই "উৎকৃষ্ট" (দরখাস্তকারীর নিকট তর্কিত) আদালতের ভাষায় "Rich Judgment" টি যদি "তথ্য সমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ উৎকৃষ্ট" রায় হইত, তথা দরখাস্তকারীর বোধগম্য ভাষায় প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে হাইকোর্ট দেখিতে হইত না বা তাঁহাকে কেহ হাইকোর্ট দেখানোর দুঃসাহস করিত না, দরখাস্তকারীর বোধগম্য ভাষায় রায়টি প্রচারিত হইলে তাহার তথ্য উপাত্ত, পরিশেষে উপসংহারে প্রদত্ত সাজা কেন তাহকে প্রদান করা হইয়াছে, তিনি কি সত্যিই দোষী? উক্ত সাজা সঠিক কি বেঠিক? তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেন। সেক্ষেত্রে হয়তবা দরখাস্তকারী এই অধিক্ষেত্রে সাজা বাতিলের আবেদন করিতেন না বা হাইকোর্টে আসিতেন না এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই এত "তথ্য সমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ উৎকৃষ্ট" রায়টি বিচার প্রার্থীর নিকট সত্যই মূল্যায়িত হইত। আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি প্রবচন আছে "বাংগালীকে হাইকোর্ট দেখানো" সময় পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু বাংগালীকে হাইকোর্ট দেখানোর প্রবণতা এখনও পরিবর্তন হয় নাই। যাহা অত্যন্ত দুঃখের এবং বেদনার! বিচারপ্রার্থীর বোধগম্য ভাষায় বিচার কার্য পরিচালনা না হওয়ায় এখনও বোধগম্যতার অভাবে বাংগালী স্বাধীনতার এত বৎসর পরও হাইকোর্ট দেখার করুণ অভিজ্ঞতার নাগপাশ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। এখনও হয় কথায় নয় কথায় বাংগালীকে হাইকোর্ট দেখানোর মত অবস্থার শিকার হইতে হয়, আর এই শিকারের টোপ হিসাবে তাঁহারাই ব্যবহৃত হন যাহাদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। তাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণের কথা আজও জাতিকে চরমভাবে নাড়া দেয়, সেদিন তিনি ঘোষণা দিয়াছিলেন;-

> "আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পন্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যতখুশি গবেষণা করুন। আমরা ক্ষমতা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব। সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।"

৩৪. বিচারপ্রার্থী তাঁহার নিজের বোধগম্য ভাষায় বিচার না পাওয়ায় বোধগম্যতার অভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হওয়ায় আদালতগুলিতে এত মামলা মোকদ্দমার জট। এই জট খুলতে পারে শুধুমাত্র বিচার প্রার্থীদের বোধগম্য ভাষায় তাহাদের বিচারের বাণী প্রকাশ এবং প্রচার, তাহা না হইলে সেই চির পরিচিত মর্মবেদনার বানী বারবারই প্রতিধ্বনিত হইবে। "বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে"। দরখাস্তকারী যদি নিজে তাহার এই দন্ডাদেশ নিজেই অনুধাবন বা হৃদয়াঙ্গম, সর্বোপরি বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে বর্তমান এখতিয়ারে তর্কিত রায় চ্যালেঞ্জ করিয়া এই মামলা দায়ের করা হইতে বিরত থাকিতেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

৩৫. অতএব সার্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা, উপরোক্ত নজীরগুলির সিদ্ধান্ত, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায়, দরখাস্তকারীর দরখাস্তের বর্ণনা, হেতুবাদ, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিষয়বস্তু আমরা আন্তরিকতার সহিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও বিবেচনা করিয়া এমন কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ/অভিযোগকারী পক্ষ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্দ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যাহা সাক্ষ্যবিহীন মামলা (Case of no evidence) বলা যায় এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন ত্রুটিপূর্ণ বা এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল (Quoram-non-judice) এবং প্রদত্ত রায়ে এমন কোন ভুলভ্রান্তি কিংবা কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় নাই, যাহাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৫১এ ধারার বিধান অনুযায়ী আইনের অপপ্রয়োগ কিংবা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া রায় প্রদান করা হইয়াছে যাহার পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী ন্যায় বিচার হইতে (abuse of process of court or otherwise to secure the ends of Justice) বঞ্চিত হইয়াছেন।

৩৬. সর্বোপরি, আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 28 DLR (AD),38 এবং 31 DLR (AD),69, 46 DLR (AD),67 মামলার সিদ্ধান্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে মীমাংসিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে যাহা এখন ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক অনুসরণীয় নজীর হিসাবে প্রতিস্থাপিত। তাহার আলোকেই অত্র অধিক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর কোন প্রতিকার পাওয়ার অবকাশ নাই বলিয়া আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এমতাবস্থায়, তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার মত সামান্যতম হেতুবাদ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, বিধায় রুলটি খারিজ হওয়া উচিৎ।

৩৭. অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত অবস্থা, ঘটনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে রুলটি খারিজ করা হইল, ২৬.১১.২০০৯ ইং তারিখে প্রদত্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং ৪, বরিশাল, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৯৪/২০০৮ ধারা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ২৫বি(২) যাহার জি,আর নং-৬১৬/২০০৩, যাহা বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, কোতয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৪১ তাং ১৬.০৯.২০০৮, হইতে উদ্ভূত, তাহার রায় ও সাজা বহাল রাখা হইল। সেই সংগে দরখাস্তকারীর জামিন বাতিল করা হইল। সাজাপ্রাপ্ত দরখাস্তকারীকে আদেশ প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সাজার বাকী অংশ ভোগ করিবার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং ৪, বরিশাল, আত্নসমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। যদি স্বেচ্ছায় তিনি আদালতে আত্নসমর্পণ না করেন, তাহা হইলে আদালত তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু পূর্বক আটক করিয়া জেলে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৮. অতিসত্বর নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া গেল।